চুয়াডাঙ্গায় শিশু জিহাদের ছিনতায় হওয়া ভ্যান উদ্ধার করলো সদর থানা পুলিশ

চুয়াডাঙ্গা সদরের দিননাথপুরের শিশু জিহাদের নিকট থেকে ছিনতাই হওয়া ভ্যান উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ এই ঘটনার সাথে জড়িত বকুল শেখ (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার বকুল শেখ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানাধীন উত্তর চাঁদপুর গ্রামের সুরুজ আলীর ছেলে৷

আজ বুধবার চুয়াডাঙ্গা সদর থানা প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান।

এর আগে গত বুধবার ৪ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় যাত্রীবেশে শিশু জিহাদের ভ্যানটি কৌশলে ছিনিয়ে নেয় গ্রেফতার হওয়া বকুল। এরপরই ঋণের টাকায় কেনা একমাত্র উপার্জনের সম্বল ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে শিশু জিহাদের পরিবার। কান্না থামছিল না জিহাদের বৃদ্ধ অসুস্থ বাবা-মায়ের।

এদিকে, আজ বুধবার বিকেলে সদর থানা চত্বরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বৃদ্ধ তাহাজ্জেল মিয়া বলেন, আমি কখনো ভাবিনি চুরি হওয়া ভ্যানটি আবার ফিরে পাবো। পুলিশ ভ্যানটি উদ্ধার করে দিয়েছেন। এতে আমি অনেক খুশি।

তিনি আরও বলেন, আমি অ্যাজমা রোগী। বয়স হয়েছে। ভ্যান চালাতে পারিনা এখন৷ আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ হয়ে বিছানাগত। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারি আমার ছেলে জিহাদকে লোন তুলে ভ্যান কিনে দিয়েছিলেন। এরপর তার উপার্জনেই টেনেটুনে চলছিল সংসার। ভ্যান ছিনতাই হবার পর আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি। এমনকি বাড়িতে বাজার না থাকায় দুদিন রান্নাবান্নাও হয়নি। শুক্রবার জুম্মার পর মসজিদ থেকে পাওয়া খিচুড়ি খেয়েই দিন পার করেছিলাম। সেই সংবাদ প্রচারের পর মানবিক ব্যক্তিরা আমার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এখন আমার ভ্যানটি পেয়ে অনেক খুশি। এখন আদালতের মাধ্যমে ভ্যানটি হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জেলা পুলিশ সুত্রে জানা যায়, ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনাটি গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলার নজরে আসে। এরপরই তিনি ভ্যানটি উদ্ধারসহ জড়িতদের ধরতে নির্দেশনা দেন। পরবর্তীতে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামানের দিকনির্দেশনায় সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) আলী হোসেনের নেতৃত্বে উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাসানুজ্জামান বিভিন্নস্থানে অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় টানা ১৪ দিন পর কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থেকে মূলহোতা বকুল শেখকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে ভ্যান ছিনতাইয়ের কথা স্বীকার করেন এবং ছিনতায় করা ভ্যানটি তার হেফাজত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

এসআই হাসানুজ্জামান বলেন, ঘটনার পর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বকুল শেখ অবস্থান নিশ্চিত হই। পরে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। তার দেওয়া স্বীকারোক্তিতে ছিনতাই হওয়া ভ্যানটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ ঘটনায় শিশু জিহাদের বাবা তাহাজ্জেল মিয়া সদর থানায় বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। সেই মামলায় অভিযুক্ত বাবুল শেখলে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নিকট থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে৷ এঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান বলেন, সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি আমার নজরে আসে। এরপর ভ্যানটি উদ্ধার করতে পুলিশ অভিযান শুরু করে৷ পরে ভ্যানটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ঘটনাটি সংবাদ মাধ্যমে দেখে নিজের বিবেকের কাছে নাড়া দিয়েছিল। আমরা জেলা পুলিশ দারিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনের সম্বল ভ্যানটি উদ্ধার করতে পেরে আনন্দিত। জেলা পুলিশ সব সময় চুয়াডাঙ্গাবাসির পাশে আছে, ছিল ও থাকবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সাড়ে বারোটাই চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবার সভাপতিত্বে সেপ্টেম্বর মাসের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশ সুপার কল্যাণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসার-ফোর্সদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে সমাধানসহ সকলের কল্যাণে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন।

পুলিশ সুপার জেলা পুলিশের প্রতিটি সদস্যের ঐক্যবদ্ধ চেস্টায় সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সকল ইউনিট ইনচার্জকে মেসে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতঃ চাহিদার প্রেক্ষিতে ছুটি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন কাজ থেকে বিরত থেকে জনসাধারণের সর্বোচ্চ পুলিশী সেবা প্রদানের জন্য আহবান জানান।

উক্ত কল্যাণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার সহ সকল অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১; কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক; আরআই; টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় বনবিভাগের গাছ চুরি

করে কর্তন, ভূমি অফিসারের হস্তক্ষেপে উদ্ধার

টানা চার দিনের বৃষ্টিতে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠাতলা নামক স্থান থেকে ৩০ টি ইপিলিপি গাছ রাতের আধারে কেটে নিয়ে যায় কে বা কাহারা।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান এর হস্তক্ষেপে সকল গাছ উদ্ধার করে উপজেলা বনবিভাগের কর্মকর্তা রজব আলির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠালতলায় সরকারি পরিত্যাক্ত জমিতে বন বিভাগের উদ্যোগে গাছ লাগানো হয়েছিল। টানা ৪ দিনের বৃষ্টিতে কে বা কাহারা রাতের আধারে ইপিলিপি গাছ কেটে নিয়ে যায়। পরে জয়রামপুর সড়ক জনপদের সভাপতি শামসুল আলম গাছ কাটার খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে গাছগুলি উদ্ধার করেন।

বন বিভাগের গাছ কে বা কাহারা চুরি করে কেটেছে এমন খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি যাচাই-বাছাই করে এগুলো বন বিভাগের গাছ সত্যতা মিললে পরে তিনি গাছগুলি উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা রজব আলী মোল্লা’র নিকট হস্তান্তর করেন এবং লিখিত নেন।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান বলেন, রাস্তার ধারে লাগানো গাছ কে বা কারা চুরি করে কেটে নিয়ে যায়। পরে আমি ঘটনস্থলে গিয়ে চুরি হওয়া গাছ গুলো উদ্ধার করা হয়। গাছগুলি বন বিভাগের হওয়ায়, কারো কোন অভিযোগ না থাকায় বন বিভাগের নিকট গাছগুলি হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, বিএনপি, যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল, ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কৃষি বিভাগের ইক্ষু উন্নয়নের সহকারি সিডিএ আব্দুল্লাহ আল মাসুদের পক্ষে স্মারকলিপি পেশ করে।

এ সময় স্বারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,কেরুজ চিনিকলের কৃষি বিভাগের সিডিএ হারিজুল ইসলাম,এ.এস.এম.কবির, এইচ এম সাকী মাহমুদ, মাঈনউদ্দিন আহমেদ, একরামুল হক খলিল, সাইফুল্লাহ, মুকুল হোসেন, শহিদুল হক,সিআইসি জুলফিকার আলী,প্রমুখ।

দামুড়হুদায় টানা বৃষ্টিপাতে কৃষকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি; ভেঙ্গে পরছে মাটির ঘর

সারাদেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় টানা ৩ দিনের বৃষ্টিপাতে কৃষকের সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই সঙ্গে ভেঙ্গে পরছে মাটির ঘর।

আজ সোমবার সকালে উপজেলার বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখা যায় সবজি চাষের জমিতে বৃষ্টির পানি জমে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এদিকে উপজেলার ডুগডুগি গ্রামের তিনটি পরিবারের মাটির ঘর ভেঙ্গে গেছে।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলায় একটানা তিন দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে ডোবা ও নিচের জমিতে পানি বেধে যায়। এতে পেঁপে গাছ, কাঁচা মরিচ, পাকা ধান ও কপি সহ বিভিন্ন সবজির ক্ষেতে পানি ওঠার কারণে লাল হয়ে মারা যাচ্ছে। অতিরিক্ত বৃষ্টি পাতের কারণে পেঁপে গাছ ভেঙ্গে গেছে। কোথাও কোথাও বৃষ্টির পানি বেঁধে পেঁপে গাছের গোড়া পচন ধরেছে। সেই সাথে কাঁচা মরিচের গোড়ার বৃষ্টির পানি বেঁধে মরিচ গাছ ঝিমিয়ে পড়েছে। গাছের গোরা নরম থাকায় ঝাল তুলতে গেলে গাছ সহ উঠে আসছে। কপি গাছের গোড়ায় বৃষ্টির পানি উঠায় কপি গাছ নষ্ট হয়ে যাছে। অনেকের পুকুরে পানি বোঝায় হয়ে মাছ ভেসে গেছে। টানা বৃষ্টিতে কৃষকের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরুন হবার নয়।

এদিকে বৃষ্টিপাতে উপজেলায় একই গ্রামের ৩টি পরিবারের মাটির ঘর

ভেঙ্গে পরছে। উপজেলার ডুগডুগি গ্রামের হামিদুল ইসলাম, জাকির হোসেন ও আশা পাগলার মাটির ঘর ভেঙ্গে পরে গেছে। এতে কারও কোন ক্ষয় ক্ষতি হয়নি। তবে ঘর ভেঙ্গে যাওয়ায় তাদের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাকৃতিক দূযোগের কারণে এমন যেন মেনে নিতে পারছে না সাধারণ মানুষ। নিরবে সহ্য করতে হচ্ছে এ ক্ষতি। কৃষক ও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সকলের সুদৃষ্টি কামনা করছে এলাকার সাধরণ কৃষকরা।

কাঞ্চনতলা গ্রামের কৃষক শফিকুল ইসলাম বলেন, আমি দুই বিঘা কপি লাগিয়েছিলাম। দেখছেন তো সব পানির নিচে চলে গেছে। এত খরচ করে ফসল ঘরে তুলতে পারলাম না। আমার কপাল খারাপ। একই গ্রামের রকিবুল ইসলাম বলেন, আমার দুই বিঘা আউশ ধান ছিল। ধান কেটেছি পাঁচ দিন আগে। ধান কাটার পর পরই একটানা ৩-৪ দিন বৃষ্টি হচ্ছে। কাটা ধান বৃষ্টির পানিতে বিচালি সব ডুবে গেছে। ধান সব কল হওয়ার পথে। দুই বিঘা ধান আমার নষ্ট হয়ে গেল। কাকে দুষাবো। আল্লাহ যা ভালো মনে করেছেন তাই হয়েছে।

দামড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার বলেন, টানা তিন দিনের বৃষ্টিপাতের কারণে সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হবে। তবে কি পরিমান ক্ষতি হয়েছে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। আমরা মাঠ জরিপে আছি। পরবর্তীতে জানা যাবে কতটুকু পরিমাণ জমির সবজি চাষ নষ্ট হয়েছে। কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা নির্ণয় করা হবে।

দর্শনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানিতে পুরস্কার বিতরন ও বিদায় অনুষ্ঠান

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানিতে অন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪ পুরস্কার বিতরন ও বিদায় বরন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে কেরু

অফিসার্স ক্লাবে পুরস্কার বিতরন ও বিদায় বরন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।

এ সময় তিনি বলেন,আমি প্রায় ৩ বছর আপনাদের সাথে ছিলাম এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দাড়ানোর জন্য যা করার দরকার আমি সব কিছু করেছি। তাই আপনারা যারা আছেন নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবেন। আমি এই প্রতিষ্ঠানের কথা কখনও ভুলবোনা এ প্রতিষ্ঠানের জন্য সব সময় আমার দোয়া থাকবে। আপনারা যারা আছেন সবাই মন প্রান দিয়ে আমার সহিযোগিতা করেছেন আমি আপনাদের ঝন শোধ করতে পারবো না।

এ সময় তিনি অফিসারদের মাঝে খেলাধুলার পুরস্কার তুলে দেন।এবং বিদায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সৃতি চারন হিসাবে ক্রেষ্ট ও সম্মানা স্বারক তার হাতে তুলে দেন।

এ পুরস্কার ও বিদায়ী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,কেরু এ্যান্ড কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, মহাব্যবস্থাপক অর্থ আব্দুস ছাত্তার, মহাব্যবস্থাপক জি এম ডিস্টিলারি রাজিবুল হাসান, মহাব্যবস্থাপক এ ডি এম ইউসুফ আলী, ডিহি ফার্ম ম্যানেজার ইমদাদুল হক, মিনারুল ইসলাম, অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ফার্ম ম্যানেজার সুমন কুমার সাহা। অপরদিকে রবিবার রাত ১০ টার দিকে নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানকে কেরু গেষ্ট হাউজে তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান বিদায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, মহাব্যবস্থাপক অর্থ আব্দুস ছাত্তার, মহাব্যবস্থাপক জি এম ডিস্টিলারি রাজিবুল হাসান, এডিএম ইউসুফ আলীসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা।

চুয়াডাঙ্গায় মানসিক

ভারসাম্যহীন দুই নারীকে হাসপাতালে নিলো সাধারণ শিক্ষার্থীরা

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে সাকিব বিশ্বাস নামে এক কলেজ শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত কাজে আসেন। এ সময় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গুরুতর জখম অবস্থায় এক প্রতিবন্ধী মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে পড়ে থাকতে দেখেন এই শিক্ষার্থী। কৌতুহলবশত ওই নারীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন তিনি। ওই নারী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বলে বুঝতে পারেন। পরে তার শরীরে গুরুতর জখম দেখতে পায়। সেই ক্ষতস্থানে পোকায় বাসা বেধেছে। এ সব দেখে ওই শিক্ষার্থী দ্রুত তার সহকর্মী ও সিনিয়রদের বিষয়টি অবগত করেন।

তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের সহযোগিতায় ওই নারীকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে রোগীটির চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মহিলা সার্জারী ওয়ার্ডে তার চিকিৎসা চলমান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাতের চিকিৎসার যাবতীয় মেডিসিন সহ অনান্য সামগ্রী কিনে দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে অধ্যায়নরত সাকিব বিশ্বাস বলেন, স্টেশনে আমরা একজন বৃদ্ধাকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তার কাছে যেয়ে দেখি ডান পায়ের এক অংশ ইনজুরি এবং ক্ষত সৃষ্টি করে পোকা বাসা বেধেছে। আমরা চুয়াডাঙ্গা সাধারণ শিক্ষার্থী মিলে সিধান্ত নিই তার চিকিৎসা সেবা দেওয়া প্রয়োজন যোগাযোগ করে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় এ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

শিক্ষার্থী শাফফাতুল ইসলাম বলেন, ওই নারীর পরিচয় সনাক্ত করা যায়নি। তার চিকিৎসাসহ যাবতীয় সেবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। পাশাপাশি তার পূর্ণবাসনের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এ সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফাহিম উদ্দিন মভিন, মাহবুবুর ইসলাম আকাশ, মুশফিকুর রহমান, সাদ, রিয়াজুল বাসার, মাহিম বিল্লাহ ও আকাশ প্রমূখ।

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, খালের পানিতে শিশু নিখোঁজের ঘটনায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় দূর্গাপূজা উদযাপন কমিটির সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা

শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে পূজা উদযাপন কমিটির সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে আজ শনিবার সাড়ে দশটাই চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম- সেবা সভাপতিত্বে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পূজা উদযাপন সনাতন ধর্মালম্বী নেতৃবৃন্দের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভাপতির বক্তব্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার বলেন,চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে নিজ নিজ ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বদা সতর্ক রয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ও আনন্দমূখর পরিবেশে পূজা উদযান করার জন্য পুলিশ পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনসহ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ তৎপর রয়েছে। প্রতিটি পূজা মন্ডপে নিজস্ব সেচ্ছাসেবক ছাড়াও পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়াও সাদা পোশাকে ডিবি, ডিএসবি মাঠে কাজ করবে। প্রতিটি পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, নিজেস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পূজা উদযাপন কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উক্ত আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জেলা ও